লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

প্রহসন।

কলিকাতা।

করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট ৬৮ নম্বর ভবনে কলম্বিয়ান
প্রেসে শ্রীযদুনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৭৮ সাল।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু ।

প্রহসন ।

কলিকাতা ।

করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট ৩৮ নম্বর ভবনে কলম্বিয়ান
প্রেসে শ্রীযদুনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২৭৮ সাল ।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বৃষধ্বজ ...... কুলীন।

বসন্তকুমার .... ধনীর সন্তান।

শ্যামাচরণ।
হরিনাথ।
গোপীমোহন।
} ভদ্রলোক।

রঘুরাম ...... ডাকাইত।

বেচারাম ...... কৃপণ।

বিদ্যাবাগীশ .. ভট্টাচার্য্য।

মহেশ্বর
গদাধর
} .... ভদ্রলোক।

ভোলা ...... চাকর।

জজ্, ইন্‌স্পেক্টর, উকীল, জুরি ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

জ্ঞানমোহিনী .... কুলীন-কন্যা।

বৃদ্ধা।

দুরাশা

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু ।

(প্রহসন ।)

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

বসন্তকুমারের বৈঠকখানা।

বসন্তকুমার ও বৃষধ্বজ উপবিষ্ট ।

বৃ । চেষ্টার অসাধ্য কাযই নেই।

ব । আমি দাসী বেটীকে দিয়ে যোগাড় দেখ্‌বো ?

বৃ । তা হলে প্রকাশ হবার সম্ভাবনা।—এক উপায় আছে।

ব । কি উপায় ?

বৃ । আমি তার ভাব গতিকে বুঝেছি, সে এক রকম নিমরাজী। কিন্তু—

ব । কিন্তু কি ?

বৃ । কিন্তু কিছু ব্যয়সাধ্য।

ব । এই কথা ; টাকার জন্যে আমি পেঁচপাঁও নই। কত টাকার দরকার ?

বৃ। আমার বোধ হয় শ পাঁচেক টাকা দিলে সে রাজী হতে পারে। (উচ্চৈঃস্বরে) ওহে বাপু একবার নেড়ে বাঁদ।

নেপথ্যে। আজ্ঞে, যাই।

ব। আমি পাঁচশই দেব।—যথার্থ বল্‌তে কি দাদা, অমন্ রূপ আমি কখন দেখিনি। সে দিন ছাতের উপর কাপড় শুকুতে দিতে উঠেছিল। মাইরি দাদা তোমাকে বল্‌ব কি, প্রাণ যেন ছট্‌ফট্ কর্ত্তে লাগ্‌ল।—ওরে যত টাকা লাগুক্। (ভৃত্য তামাক দিয়া গেল)।

বৃ। (তামাক টানিতে২) যদি ভালই না হবে, তবে তোমার কাছে বল্‌ব কেন?—শর্ম্মা ও বিষয়ের জহুরী।

ব। আচ্ছা বৃষধ্বজ দাদা, ওর সঙ্গে তোমার আলাপ হলো কেমন্ করে?

বৃ। ও আমাদের কুটুম্ব কি না? আমার মেজো মামীর বন্‌ঝি।—আমাদের কুলীনের জানইত—মাতামহাশ্রয়ে বাস; আমি মামার বাড়ী থাকুতেম্, ও মাজে মাজে আমাদের বাড়ী আস্‌ত, তাতেই চেনা পরিচয় আছে।

ব। এ কথা কি তুমি তারে নিজে জানালে?

বৃ। মহাভারত! তাওকি পারা যায়?—বেহুলা নাপ্‌তিনীকে দিয়ে। কাজটা হাঁসিল হলে মাগীকে কিছু দিতে হবে।

ব। অবিশ্যি, তা হবে বৈকি!

বৃ। জিনিস্‌টে যে ফ্রেস্ রয়েছে। ভাতার মরে যাওয়া অব্দি কোন বেটা ছুঁতে পায় নি। আর বয়েস্, সবে বছর ষোলয় পড়েছে।—"বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্।"

ব। কিন্তু দাদা একটু ভয় ভয় কচ্চে।

বৃ। ভয় কি? পুরুষ বাচ্ছা কেস্কি ডর্? আমি তোমার মন্ত্রী রয়েছি; মন্ত্রীর জোর থাক্‌তে রাজা মাৎ হবে?

ব। ধর্ম্ম নৌকার কিস্তি সামলান কঠিন!

বৃ। কুছ্ পরোয়া নেই। তুমি নাকি এ কাজের এপ্রেণ্টিস্ তাতেই কিছু ভয় হচ্চে। আমি যা বলে দেব তাই করো; তার পর যদি কিছু হয়, আমি তার দায়ী।— তুমি টাকার যোগাড় কর।

ব। টাকা ত হাতে নেই; ধার কর্ত্তে হবে।

বৃ। তার ভাবনা কি? আমি আজ্‌ই টাকা দেওয়াতে পারি—পাঁচ্ শ টাকা বই ত নয়?

ব। আচ্ছা, আজ্‌ই রাজি আছি-গর্‌চার বাগান বাঁদা রাখ্‌ব।

বৃ। কিন্তু মেয়ে মানুষের টাকা, সুদ কিছু বেশি দিতে হবে॥

ব। কি দর?

বৃ। মাসে শত করা পাঁচ টাকা।

ব। তাই, তাই, তার জন্যে আমি ভাবি না।

বৃ। তুমি আজ্ সন্ধের সময় আমার বাড়ীতে যেও; লেখা পড়া করে টাকা দেওয়াব। কাল্ দিনের বেলা উদিকের সব ঠিক্‌ঠাক্ করে, সন্ধ্যে বেলা কুঞ্জবনে—

রাগিণী বাহার, তাল আড়াঠেকা।

মিলাব তোমারে সখা ভুবন-মোহিনী সনে।
হেরিয়ে মূরতি যার, লাজ পায় রতি মনে॥
প্রফুল্ল কমল ফুল, সে মুখের নহে তুল;

হরিণী মেনেছে হার হেরে তার নয়নে ॥
সে তব ধরিবে কর, হানিবে কটাক্ষ শর,
তুষিবে শ্রবণ তব অমিয় সম বচনে ॥
না রবে বিরহ দুঃখ, উপজিবে মহা সুখ,
ভাসিবে আমোদে মন তার প্রেম আলিঙ্গনে ॥

ব। বাহবা, বৃষধ্বজ দাদা বেশ !

বৃ। তবু সাদা চক্—

ব। লাল চক্ কর্ত্তে চাও ?

বৃ। ক্ষতি কি ?

ব। তবে বস, আনাই। (প্রস্থান)

বৃ। (স্বগতঃ) বেটাকে খুব ফাঁদে ফেলেচি—আর মাস দুই এ বেটার সঙ্গে থাক্‌লেই, বেটার ভিটেয় ঘুঘু চরাব। তিন মাসে বেটার সাত হাজার টাকা খরচ করিয়েচি। সেই সাত হাজারের মধ্যে চারটী হাজার শর্ম্মার গৃহগত। ছোঁড়াটার ডহ্‌কা বয়েস্; এই সময়ে নতুন নতুন আমোদ দিতে পারিলেই, হাত মারা যায়। আহ্ত পাঁচ শ টাকা আদায় কর্লেম; পঞ্চাশ, ভোর এক শ টাকা ছুঁড়িকে দেব, বাকি চার শ টাকা শর্ম্মার লাভ। এ সওয়ায় মাসে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ টাকা সুদ পাওয়া যাবে। আমার ষোলটী বিবাহ; তার মধ্যে এখানে বিয়েটা করে যেমন লাভ হয়েছে, তেমন্ আর কোন যায়গায় হয়নি।—শ্বশুরের বিষয়টা পাওয়া গেল, নবীন বস্ আর

নীলকমলার অর্দ্ধেক বিষয় লাভ করা গেছে—আর দু এক মাসের মধ্যেই বসন্তের ও দফা রফা হবে। তার পর গোকুল বাবুর ছেলেটির মাথা খেতে হবে।—বরানগরের শ্বশুর বেটার অনেক বিষয়; বেটার ছেলে পুলে ও কিছু নেই; খালি তিনটে মেয়ে। দু বছর হলো, মাগের দুহাজার টাকার গহনা চুরি করে পালিয়ে এসেছি, সেই পর্য্যন্ত আর যাইনি; কিন্তু সে দিন শুন্‌লেম তার একটী ছেলে হয়েছে; সমুদয় বিষয়টী হস্তগত কর্ব্বো। কোন বেটাকে এক কড়া ও দেব না। এই যে ছোঁড়া কগ্‌নাকের বোতল আর গেলাশ হাতে করে আস্‌চে। বেলাটা অনেক হয়েচে—তায় আবার এখনি চুনির বাড়ী নেমন্তন্নে যেতে হবে; সে শালী মদের খরচটা আমার ঘাড়ে ফেল্‌বে দেখচি; বোতলটা সেই খানেই নিয়ে যাই।

(বসন্তের প্রবেশ।)

বৃ। বসন্ত বাবু, অনেক বেলা হয়েচে, আমি চল্লেম্।

(উত্থান।)

ব। বিলক্ষণ! আমি মাল আন্‌লেম্, আর তুমি চল্লে?

বৃ। ওটা কি আমার জন্যেই আন্‌লে?

ব। তা নয়ত কি?

বৃ। আরে না, অনেক বেলা হয়েচে খাই দাই গে—ওটা তুমি তুলে রাখ।

ব। বিলক্ষণ! বামনের নাম করে আন্‌লেম্, এ আমি তুলে রাখ্‌ব?

বৃ। তবে পুর্ণিমের দিন ব্রাহ্মণকে দান কর—সামিস্ করে খাওয়া যাগ্‌গে।

বসন্তের হস্ত হইতে বোতল গ্রহণ।

সঙ্গীত।

রাগিণী দেশ-মোল্লার, তাল আড়াঠেকা।

বোতলবাসিনী প্রিয়ে এস এস মম করে।
যতনে গোপনে রাখি তোরে বসন ভিতরে॥
এভুবনে সুধা নাই, যে বলে তার মুখে ছাই,
তারিতে মানবগণে সুধা সুরারূপ ধরে॥

এখন চল্লেম, সন্ধের সময়ে তুমি যেও, আমি ষ্ট্যাম্প কিনে নিয়ে যাই। (প্রস্থান)

ব। যাই আমি ও স্নান করিগে; অনেক বেলা হয়েচে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুঞ্জবন।

বসন্তকুমার উপবিষ্ট।

ব। (সোৎসুকে) বৃষধ্বজটা ত সন্ধের সময়ে গেচে। রাত্রি প্রায় আটটা বাজে, এখন ও যে আস্‌চে না। কিছু বিপদ বা ঘট্‌লো? না, তা হবে না, বৃষধ্বজ দাদা

সব্জিত লোক।—দেখি দেখি চার্ দিকে, কৈ ? অন্ধকার যে, কিছুই দেখ্‌তে পাই না। (নিস্তব্ধ) তাই ত এবেটা কচ্চে কি ? ঐ যে পায়ের শব্দ হচ্চে না ? (দেখিয়া) আরে মলো! শ্যাল্‌টা। যা হোক যায়গাটী অতি চমৎকার হয়েচে; জন মানবের সম্পর্ক নেই, নির্ভয়ে আমোদ প্রমোদ করা যাবে। বৃষধ্বজ আচ্ছা চৌকোশ! বৃষধ্বজ এর ভেতর না থাক্‌লে আমার আশা সফল হতো না, শুধু তাই কেন ? বৃষধ্বজই এবিষয়ের মূল। এখন ও আস্‌চে না! (দণ্ডায়মান) কি হলো, আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। (বাহিরের দিকে) বৃষধ্বজ দাদা নাকি ? কৈ ? কেউ নয়। তাই ত এ শালা কল্লে কি ? আমার প্রাণ যে ধড়ফড় কচ্চে। (উপবেশন) এ শালা ধরাই বা পড়্‌লো! (পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া) হাঃ শালার মশা, শালার মশা কাপড় ফুঁড়ে কামড়ায়! কি করি! এতো মহা বিপদে পড়লেম্! —ঐ যে কে দু জন শাদা মত আস্‌চে না ? (উঠিয়া বাহিরের দিগে) আস্‌চে বটে। (হাত তালি) কৈ ? উদিগে চলে গেল যে! তবে বুঝি ওরা নয়। (উপবেশন) শালারব্যাটা, পাজি ব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা, কি কচ্চে ? (পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া) উহুহুঃ শালার মশা গাটা একেবারে ফুলিয়ে দিলে,। বাপুরে বাপ্! ঐ যে পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যাচ্চে। এই বারে বোধ হয় আস্‌চে

(বৃষধ্বজ ও ভুবনমোহিনীর প্রবেশ)

ব। ছিঃ বাবা, এত দেরি কর্ত্তে হয়? মশাতে আমার অর্দ্ধেক রক্ত খেয়ে ফেল্লে। এত দেরি হলো কেন?

বৃ। যে করে এনেছি তা আমিই জানি। এমন্ উৎপাতেও মানুষে পড়ে?

ব। কেউ জান্‌তে পেরেচে নাকি?

বৃ। আমি এর ভেতর থাক্‌তে জান্‌তে পার্ব্বে? তা হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরি না কেন? এস ভুবন বস।

(সকলের উপবেশন)।

ব। তবে দেরি হোলো কেন?

বৃ। আমি ত তোমাকে এখানে রেখে গেলাম; গিয়ে এঁদের বাড়ীর ধারের গুপ্‌রি গাছ বেয়ে উঠে সবে ছাতে পা দিয়েছি, অমনি এক বেটী কে ভূত মনে করে আঁৎকে মাৎকে উঠলো; আমি ত ঝুপ্ করে নীচেয় পড়্‌লেম। ধর্ম্ম রক্ষে করেচেন যে নীচে কাঁটা খোঁচা ছিল না, তা হলে হয় ত এতক্ষণে হাঁসপাতালে যেতে হোতো। কিন্তু গুয়ের উপর পড়ে গেলেম, পাটাতে অল্পই দরদ্ লাগ্‌ল। আস্তে আস্তে উঠে বাড়ী চল্লুম্, রাস্তার উপর উঠ্‌তে বেম্‌লা নাপ্‌তিনীর সঙ্গে দেখা হোলো।

ব। তার পর?

বৃ। তার পর সেই মাগীকে বল্লেম্ যে তুই ভুবনকে ডেকে নিয়ে বড়পুকুরের ধারে দাঁড়াগে; আমি বাড়ী থেকে কাপড় চোপড় ছেড়ে আসি। বাড়ী গিয়ে কা-

পড় চোপড় ছেড়ে দৌড়োদৌড়ি এঁরে সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌চি। এখন্ তোমাদের দুই হাত এক করে দি——(ভুবনের হস্ত লইয়া বসন্তের হাতে দিয়া) " কালা চাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে চাঁদ-বদনী, মরি হায় চাঁদবদনী দাঁড়াল। "

ব। বৃষধ্বজ দাদা, তোমায় আর কি বল্‌ব বাবা, তুমি আমাকে জন্মের মতন কিনে রাখ্‌লে। তোমার এ ঋণ আমি পরিশোধ কর্ত্তে পার্ব্বোনা।

বৃ। এখন আমায় থ্যাঙ্কি কর ?

ব। দুশো বার—দু হাজার বার, দু লাক বার।

বৃ। ভুবন, অমন্ চুপ্ করে রইলে কেন ভাই ?

ভু। আমার কেমন ভয় হচ্চে।

ব। " কেন প্রমাদ ধনি, গণিছ্ মনে, তোরে রাখ্‌ব হৃদয়ের মাঝে ওলো নবীনে। "

ভু। বৃষধ্বজ দাদা, তুমি ভাই আমাকে ঘরে রেখে এস।

ব। কেন প্রিয়ে, তুমি এত উতলা হোচ্ছো ? তুমি আমার সাগরছেঁচা মাণিক, তুমি আমার বুকের কল্‌জের হাড়, তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন।

বৃ। (সুর করে) আর তুমি আমার পাঁটার ঝোলে গোলমরিচ।

ব। (সহাস্যে) ভাল বৃষধ্বজ দাদা, ভালা হাঁসাচ্চিস্। (ভুবনের প্রতি) "প্রিয়ে ঘোম্‌টা খোল বদন তোল লজ্জা করো না, প্রিয়ে লজ্জা করো না। "

ভু। বৃষধ্বজ দাদা, আস্‌বার সময়ে টিক্‌টিকি পড়েচে। আমার বড় ভয় কচ্চে।

বৃ। ভয় কিসের? বসন্ত বাবু সেই গানটী গাওনা।

ব। আমার হয়ে তুমি গাও।

বৃ। আচ্ছা, বল্লে, গাই—

রাগিণী বাঁরোয়া, তাল ঠুংরি।

পিরিতি সুখেরি কারন্।
সে সুখে বঞ্চিত জনে বৃথাই জীবন্॥
বিরহেতে যত দুখ, মিলনেতে তত সুখ,
দুখ না পাইলে সুখ, হয় কি কখন্॥
সুরভি কমল দলে, কণ্টক থাকে মৃণালে,
সে কারণে কেবা করে তারে অযতন্॥

ব। বেশ্ বৃষধ্বজ দাদা, বেশ,—প্রিয়ে শুন্‌লে ত? এখন পর্য্যন্ত বিরস বদন—

নেপথ্যে। ১ জন। কোন্‌দিগে গেচে, কোন্‌দিগে গেচে?

ঐ। ২য় জন। খানা পেরিয়ে বাগানের ভেতর গেচে।

ব। বৃষধ্বজ দাদা, ও কি শব্দ হয়?

নেপথ্যে। ১ম। দুটোতেই কি গেচে?

ঐ। ২য়। হাঁ দুটোতেই গেচে।—আমি ঠিক্ দেখেচি।

ঐ। ১ম। তবে চল যাই, এই বেলা ধরিগে।

ভু। (সভয়ে) বৃষধ্বজ্ দাদা রক্ষে কর, সর্ব্বনাশ হলো! আমাদের ধর্ত্তে আস্‌চে—

বৃ। (সভয়ে) তাই ত, কি হলো?—

নেপথ্যে। ১ম। কোন্ দিগে হে?

ঐ। ২য়। অম্নি সোজা চল।

ভু ও ব। (সভয়ে) বৃষধ্বজ দাদা রক্ষে কর, তারা এলো—ধল্লে বলে—হে দাদা তোর পায়ে পড়ি। (পায়ে পতন)

বৃ। যাঃ শালারা, আপনি বাঁচ্লে বাপের নাম। (পা-ছাড়াইয়া পলায়ন)

ভু ও ব। বৃষধ্বজ দাদা আমাদের ফেলে যাস্ নি, দোহাই দাদা, দোহাই দাদা। (উভয়ের পলায়ন।)

নেপথ্যে। ২য়। কেমন হে, দেখ্তে পেলে?

ঐ। ১ম। কৈ না। কোথায় দিয়ে গেল; এমন্ দুরন্ত গরু ত আমি কখন দেখিনি।

(এক জন দড়ি হাতে, অপর ব্যক্তির লাঠী হাতে প্রবেশ)

২য়। গলায় দড়ি আছে ত?

১ম। আছে বৈকি। দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে এসেচে।

২য়। এ অন্ধকার রাত্রে কেমন্ করে ধরা যাবে?

১ম। যে ভয়ানক বন, সাপেই খায়, কি ভূতেই ঘাড় মট্-কায়, আর না চল যাই।

২য়। কাযে কাযেই, কাল্ তখন থানায় খোঁজা যাবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শ্যামাচরণের বৈঠকখানা।

শ্যামাচরণ, হরিনাথ ও গোপীমোহন উপবিষ্ট।

হ। এমন্ ভয়ানক লোক ত আমি কখন দেখিনি—— তার পর শুনি।

শ্যা। আর একটা দেখ, বিশু খুড়োর হাজার টাকা ফাঁকি দিলে।

হ। কেমন করে?

শ্যা। তা বুঝি তুমি আজও শোননি?—বিশু খুড়ো খত লিখে বৃষধ্বজের কাছে হাজার টাকা কর্জ্জ করেন্। ছ-মাস পরে বিশু খুড়ো ওরে খত ফিরিয়ে দিয়ে টাকা নিয়ে যেতে বলেন্। ও ত এক দিন্ বিকেলে বিশু খুড়োর বৈটক খানায় এলো, আমরা তখন সেখানে বোসে। বিশু খুড়ো আসল হাজার টাকা আর তার সুদ পঞ্চাশ টাকা গণে দিলেন্। তার পর খত ফেরত চাইলেন্; বৃষধ্বজ পকেটে হাত দিয়ে বল্লে ঐ যা সেখানা ভুলে বাকুসের উপর ফেলে এসেচি, এক জন লোক সঙ্গে দেও পাটীয়ে দিগে। বিশু খুড়ো ভাল মানুষ, আর বৃষধ্বজ তার আত্মীয়, তিনি মনে কল্লেন না যে বৃষধ্বজ তাঁর সঙ্গে

জুয়াচুরি খেল্‌চে। এক জন লোক সঙ্গেদিলেন। ও ত টাকা হাতে করে নিয়ে ঘরে গেল; গিয়ে একবার বাড়ীর ভেতর থেকে এসে বল্লে "আমার পরিবার কোথায় তুলে রেখে ঘাট সর তে গেছে, আজ্ হচ্চে না, কাল্ সকালে আমিই নিয়ে যাব।" লোকটা ফিরে এসে এই কথা বল্লে।

হ। তার পর?

শ্যা। তার পর সেই এক কাল্ বলেই ত এক মাস কেটে গেল। এর মধ্যে বৃষধ্বজ চুপিচুপি সেই খতের টাকা পাবার জন্যে কোর্টে নালিশ কর্‌লে। ৬ই ফেব্রুয়ারি দিন স্থির হলো; আমরা সাক্ষী ছিলেম্, গেলেম্, সাক্ষী দিলেম্। সাক্ষীর জবানবন্দী যত দূর মিল্‌তে পারে তা মিল্‌লো। ও বেটার মিথ্যে এক রকম প্রমাণ হলো—কিন্তু হাকিম্ বল্লেন্—"যদিও সাক্ষীরা সকলে এক রকম জবানবন্দী দিচ্চে, কিন্তু মকদ্দমার অবস্থায় এক রকম্ জানা যাচ্চে যে, বৃষধ্বজের খত মিথ্যে নয়। অতএব মকদ্দমা ডিক্রী দেওয়া গেল।"

হ। তার পর?

শ্যা। বিশু খুড়োকে হাজার টাকা তার সুদ ৬৩ টাকা আর মকদ্দমার খর্‌চা দিতে হলো।

হ। কি জোচ্চোর!—আর ওর ভয়ানক অহঙ্কার।

শ্যা। অহঙ্কার যেন মূর্ত্তিমান্—থেকে থেকে গোঁপে চাড়া দিয়ে বলা হয় "এখানে লোক কেহে? সকল বেটাকে ত ভেড়া বানিয়ে রেখেছি।"

(কাঁদিতে কাঁদিতে একটা বৃদ্ধার প্রবেশ।)

বৃ। (সরোদনে) শ্যাম বাবু! ধরন বাবা, রক্ষে কর বাবা, মেরে ফেল্লে বাবা—

শ্যা। কি গা দ্বিজনের মা, কি হয়েছে? কি হয়েছে?

বৃ। বাবা, মেরে ফেল্লে বাবা, মেরে ফেল্লে।

শ্যা। চুপ কর, চুপ কর, কি হয়েচে বল দেখি।

বৃ। ঐ ডেকরা আঁটকুড়ীর ব্যাটা লাটি মেরে আমার কোমর ভেঙে দিয়েচে রে বাপু, আর পেচনে পেচনে তেড়ে এসেছেল।

শ্যা। কে, কে?

বৃ। ঐ বেষা আঁটকুড়ীর বেটা।

হ। কে বৃষধ্বজ?

বৃ। হাঁরে বাবা।

শ্যা। কেন? সে লাটি মাল্লে কেন?

বৃ। আজ দুপুর বেলা বাবা, আমার আগড় ভেঙে ঘরের ভিতর ঢুকে ওর গরু হাঁড়ি কুঁড়ি ভেঙে চুরে, চাল ডাল খেয়ে, হেগে মুতে এক ছত্তর করে গেচে।

হ। তার পর?

বৃ। আমি ঘরে এসে দেখি বাবা এই কাণ্ড—আমি কি জানি ওর গরু—তা হলে কি বাবা কিছু বলি—আমি বল্লুম "কোন্ আঁটকুড়ীর বেটার গরু আমার সর্ব্বনাশ করে গেছে—বেটারা গরুকে খেতে দিতে পারিস্ নে ত এমন গরু পুষে লোকের বাপান্ত খাস্ কেন?" সবে মত্তর এই কথাটি বলিচি, অমনি বেটা দৌড়ে লাঠি

হাতে করে এসে, আমার কোমরে এক ঘা মাল্লে; আর যাচ্ছে তাই খিস্তি কত্তে কত্তে তোমার বাড়ীর ধার পর্য্যন্ত তেড়ে এলোরে বাবা। (রোদন)

হ। কেঁদনা বাছা, কেঁদনা।

বৃ। বাবা আমার কেউ নেই, আমি রাম্মার মা ছিলুম, ভিকিরি হইচি. আমার পাঁচ রোজগারে বেটা ছিল, পোড়া যোমরায় খেয়েচে—তোমরা যদি বাবা রক্ষে কর ত এ গরিব ব্রাহ্মণের মেয়ে বাঁচে। (রোদন)

গো। দেখ্‌লে বেটার অত্যাচার,? এই গরিব বেচারাদের উপর এত অত্যাচার? আমাদের কি গায়ের রক্ত জল? আমরা গ্রামের হচ্চি ভাগ্নে দৌত্তুর, সে বেটা জামাই। আমরা এক দিন দুটো অন্যায় কল্‌লে ও লোকে সইতে পারে---জামাই বেটাদের অত্যাচার কেন সইবে?—বেটা যেন দেশের কর্ত্তা হয়ে দাঁড়িয়েচে। আমার ইচ্ছে হচ্চে, পাজি বেটা কইডিম্ব খেগো, বাকরগঞ্জে বাঙালকে আঁশ বঁটীতে কেটে নুন ঠেসে দি।—বেটা জলে হেগো—

শ্যা। চুপি একটু থাম থাম।

হ। কেঁদনা বাছা তাইতো হে, এ বেটা ত ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ কল্লে!

শ্যা। আর কলিকাল—

"নিবীর্য্যা পৃথিবী নিরৌষধিরসা, নীচা মহত্ত্বংগতাঃ, ভূপালা নিজধর্ম্মকর্ম্মরহিতা, বিপ্রাঃ কুমার্গং গতাঃ। ভার্য্যা ভর্ত্তৃবিরোধিনী পররতা, পুত্রাঃ

পিতুর্দ্বেষিণঃ; হাকষ্টং খলুবর্দ্ধতে কলিযুগে ধন্যা নরা যে মৃতাঃ।

হ। কি হলো, বাঙ্গলা করে বল দেখি।

শ্যা। "নির্ব্বীর্য্যা পৃথিবী নিরৌষধিরসা" অনুর্ব্বর যে পৃথিবী সে ওষধিরসবিহীন; অর্থাৎ অন্যান্য যুগে পৃথিবীতে যেমন শস্যাদি জন্মাত, এখন আর তেমন জন্মায় না। "নীচা মহত্ত্বং গতা" নীচ লোক যার তারাই মহৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। "ভূপালা নিজ ধর্ম্ম-কর্ম্ম রহিতা" রাজারা ধর্ম্ম কর্ম্ম রহিত হয়েছে, অর্থাৎ অন্যায় রূপে প্রজাপীড়নাদি কচ্চে। "ভূপালা নিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম রহিতা" আর "বিপ্রাঃ কুমার্গং গতাঃ" ব্রাহ্মণেরা কুপথ অবলম্বন করেচে। "ভার্য্যা ভর্ত্তৃ বিরোধিনী পররতা," পর পুরুষে আসক্ত যে স্ত্রী সে পতির সহিত বিরোধ করে। আর "পুত্রাঃ পিতুর্দ্বেষিণঃ" পুত্রেরা পিতার হিংসা করে। "হা কষ্টং খলুবর্দ্ধতে কলিযুগে ধন্যা নরা যে মৃতাঃ" কলিযুগে কেবল কষ্টই বাড়চে, যারা মরে গেচে তারাই ধন্য; অর্থাৎ কলিযুগে বেঁচে থাকা কেবল কষ্ট ভোগের জন্য।

হ। যথার্থ কথা।

শ্যা। দ্বিজনের মা চল দেখি হরি দাদার কাছে যাই, তিনি যদি এর একটা হেস্তনেস্ত কত্তে পারেন্।

বৃ। চল বাবা।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃষধ্বজের গৃহ।

বৃষধ্বজ ও রঘুরাম উপবিষ্ট।

বৃ। কেমন রঘুরাম পার্ব্বে ত?

র। দাদাঠাকুর, "জন্ম গেল ছেলে খেয়ে আজ বলে ডান্" ঐ কর্ম্ম করে দাড়ী গোঁপ পাকালুম। আমার অসাদ্যি কি আছে?—বিশ্বম্ভরপুরের ঘোষেদের বাড়ীর কাণ্ডটা কি মনে নেই?

বৃ। তুমি যে এ বিষয়ের ওস্তাদ্, তা আমি বিলক্ষণ জানি; তবে কি না এটা কিছু শক্ত।

র। এমন্ শক্তই বা কি?

বৃ। কি জান রঘুরাম, সে হলো ডাকাতি, এ হলো খুন। এতে একটু বিশেষ সাবধান হয়ে কাজ কর্ত্তে হবে।

র। দাদা ঠাকুর, এহাতে অনেক কাত্‌লা ভেসেছে।

বৃ। তা না হলেই বা তোমাকে ডাক্‌ব কেন?

র। এখন্ সন্ধান গুলো বলে দাও দেকি।

বৃ। মোন দিয়ে শোন—বরানগরের কোন্‌খানে আমার শ্বশুর বাড়ী তা ত তুমি জানই—রাস্তার ধারে উত্তোর দোয়ারী বড় দোতালা বাড়ী।

র। তা আমি জানি। কিন্তু তোমার শ্বশুর কোন্ ঘরে শোয়, কোন্ সিঁড়িদে উঠ্‌তে হবে, সেটা বলে দাও।

বৃ। বাড়ীর পশ্চিম পাশে একটা বড় পুকুর আছে।

র। আচে বটে, একটা এঁদো দিগি।

বৃ। সেই পুকুরের দক্ষিণ ধারে একটী সুঁড়ি রাস্তা আছে, তার দু ধারে বন। সেই রাস্তা দিয়ে পূর্ব্বোমুকো গিয়ে, বাড়ীর গায়েই একটা তেঁতুল গাচ্ দেক্‌তে পাবে। সেই তেঁতুল গাচে উটে, ডাল ধরে গোয়াল বাড়ীর ছাতের উপর উঠ্‌বে। সেখান্ থেকে কেটো সিঁড়ি দিয়ে নেবে, রান্নাবাড়ীর ভেতর ঢুক্‌বে।

র। তার পর?

বৃ। তার পর, রান্না বাড়ীর উত্তর পূর্ব্ব কোণে একটী ছোট দরজায় তালা লাগান দেখ্‌তে পাবে। সেই তালাটী ভাঙ্‌তে হবে। দরজা খুললেই উপরে ওট্‌বার চোরা সিঁড়ি। সেই সিঁড়িদে উঠে, দরদালানে ঢুক্‌তে একটা দরজা আছে। সে দরজাটা খুব সাবধানে খুল-বে, কেননা সেটা হাঁসকল লাগান, খুলতে বড় শব্দ হয়।

র। তার এক উপায় আছে।

বৃ। কি উপায়?

র। হাঁসকলে একটু জল দিলে আর শব্দ হবে না।

বৃ। সেখানে তুমি জল পাবে কোথা?

র। যাবার সময়ে একটা ছোট ভাঁড় গলায় বেঁধে, তাইতে করে জল নেব।

বৃ। বেশ্ রঘুরাম, তুমি না হলে একাজ কি কেউ পারে? তার পর দরদালানে ঢুকবে। পাশের বারাণ্ডায় এ-কটা কুকুর শুয়ে থাকে। সেটা তোমাকে দেক্‌তে পে-

লেই ডাক্‌বে। যাতে না ডাক্‌তে পারে তা করো।

র। কোমরে ন্যাকড়া বেঁদে খান্ কতক পাঁটার হাড় বেঁদে নিয়ে যাব, এক খানা এক খানা করে দেব। তা হলে আর ডাক্‌বে না।

বৃ। ভালা মোর দাদারে! তোর পায়ের ধুলো নিই।

র। অমন্ কথা বলো না দাদাঠাকুর।

বৃ। তার পর, দুটো ঘর পেরিয়েই যে ঘর সেই ঘরে আমার শ্বশুর শোয়। দরজা ভেজান থাকে, আস্তে আস্তে ঠেল্‌লেই খুলে যাবে। ঘরে ঢুকতেই ডানহাতি খাট, সেই খানে কাপড় দে মুখ চেপে ধরে আর এই— (ছুরিকা প্রদর্শন)

র। আচ্ছা—ছুরি খানা দাও। (ছুরিকা গ্রহণ)—এছোরা পেলে কোথা?

বৃ। ও অনেক যোগাড় করে নেপাল থেকে আনিয়েছিলুম। তা এটা হচ্চে কবে?

র। আজ রাত্তিরে হচ্চে না, কালই হবে। আজ যাই।

বৃ। একটু মদ খেয়ে যাও।

র। পেসাদ দেবে একটু ত দাও।

বৃ। (বোতল হইতে মদ্য ঢালিয়া স্বয়ং পান ও রঘুকে এক গ্লাস প্রদান) নাও—

র। দাদা ঠাকুর, এক গ্লাসে আমার কি হবে? "জাত্ ও যাবে পেট ও ভর্ব্বে না।"

বৃ। এই নাও, বোতল শুদ্ধ। (বোতল প্রদান)

র। (বোতল শুদ্ধ পান)

বৃ। এখন হবে ত ?

রু। এর্ ওপর ৪টী ছিলিম গাঁজা খেলে, তবে হবে।

বৃ। "মরদ্ কি বাত্ হাতি কি দাঁত।" এই নাও তৈরি কর। (গাঁজা প্রদান।)

রু। জয়কালী! দাও দাদাঠাকুর। (গাঁজা গ্রহণ; টি-পিতে টিপিতে) বাঞ্চৎ গাঁজাকে ময়দা করে ফেলে দেব —হাঁ দাদাঠাকুর, সে মাগী এখন কোথা আছে ?

বৃ। কোন্ মাগী ?

রু। সেই যে রামকেষ্টপুর থেকে তোমাতে আমাতে গিয়ে বার করে আনি।

বৃ। ও হাঁ্য হাঁ্য, সে এখন নাম লিখিয়েছে। শালী চন্দ আইনে পড়েচে, মাসে দুবার করে একজামিন্ দিতে হয়।

রু। আর সেই কমলীর মেয়ে ? যার গয়না নিয়ে রাত্তিরে পিটটান দিয়েছিলে ?

বৃ। সে শালী চন্দ আইনের ভয়ে ফরাশডাঙ্গা পালিয়েচে।

রু। বটে ?—দোক্তা কৈ ?

বৃ। মাদুরের নীচে আছে; আর ঐ মালসাতে আগুন আছে।

রু। (গাঁজা সাজিয়া) নাও দাদাঠাকুর।

বৃ। তুই আগে খা।

রু। তাওকি হয় ?—তুমি হচ্চো বামন্, দেবতা; তোমার পেসাদ না হলে কি খেতে পারি ?

বৃ। খাওনা, খাওনা, তাতে দোষ কি? "অগ্রে ব্রাহ্মণে দদ্যা, যদি শূদ্র নবিদ্যতে।" তুমি আগে খাও।

র। (খাইয়া) এই নাও; আমি চল্লুম। প্রেণাম (প্রণাম।)

বৃ। (লইয়া) কল্যাণ হক্। দেখ যেন কাল নিগ্ঘাত হয়।

র। কাল্ নিগ্ঘাতই হবে। (প্রস্থান)

বৃ। (খাইয়া, হুঁকো রাখিয়া) এইটী আমার শেষ আশা। শ্বশুর বেটাকে মেরে ফেল্‌তে পাল্লেই আমি নিশ্চিন্ত। যে জাল উইল তৈরি করিচি, তাতে আর কোন শালা দন্তস্ফুট কর্ত্তে পার্ব্বে না। সমুদয় বিষয়টাই আমার হবে, আমি এক জন মস্ত জমীদার হব, তাঁবে হাজার লেঠেল রাখব, আর মাসে হাজার সতীত্ব বাজেয়াপ্ত কর্‌ব। রঘো বেটা যে রকম তৈরি তাতে ওবেটা খুন করে আসবেই। দেখি কি ঘটে ওঠে। ———কলির রাজা হচ্চে অধর্ম্ম; এখন যে ধর্ম্মপথে চলে তার ভাল হয় না; এখন যে পরের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে পারে লক্ষ্মী তারই ঘরে অচলা—

রাগিণী বেহাগ, তাল আড়াঠেকা।

পর সর্ব্বনাশ কর যদি সুখী হবে মন।
বিনা পরিশ্রমে পাবে কতই অমূল্য ধন॥
সুরার হও কিঙ্কর, বুদ্ধির হইবে জোর,
সুরাপদ না সেবিলে, রহিবে পশু মতন॥

ধর্ম্মনাশ, মিথ্যাকথা, জুয়াচুরি নরহত্যা,
বদ্‌মাসি, বাটপাড়ি আর কর অঙ্গ আভরা॥
(উঠিয়া) যাই একবার আড্ডার দিকে। (প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বেচারামের বৈটকখানা।
বেচারাম উপবিষ্ট।

বে। (স্বগত) "কপালে লিখিতং ধাতা কে করে খণ্ডন।" তা না হলে যদোবেটার এত সৌভাগ্য হয়। বেটার বাপ মত্তো বোতল বিক্রী করে, বেটা হয়েছে কি না ডিপুটি মেজেষ্টার। বিষয় ত কম করে নি, লগৎ ক্যাশও শুনেছি অনেক্। কিন্তু এবেটাকে ফাঁকি দেওয়া বড় সহজ নয়, বেটা আদালতে। তা বলে এত বাড়ও ত চকের উপর দেখা যায় না। এর ভেতর ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল্ হয়ে বেরুতে পাল্লেই সুবিদে।—বৃষধ্বজ হচ্চে আমার মুন্ত্রী; তার সঙ্গে পরামর্শ করে এর এক্‌টা হেস্তনেস্ত কর্ত্তে হবে।—— এই যে নাম কর্ত্তেই— ——ভায়া এ ব্যাপার কি?

(গলায় কাছা বৃষধ্বজের প্রবেশ।)

বৃ। আর কি? পিতাঠাকুরের ৺ প্রাপ্তি হয়েছে।

বে। বল কি? আজ ক দিন?——আসন আন্‌রে ভোলা——

বৃ। আজ ন দিন। কাল রাত্তিরে সংবাদ পেলুম। (ভোলার আসন আনয়ন ও বৃষধ্বজের উপবেশন।) আজ ন দিন হলো, দাদা কেমন করে যে কি হবে তা কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। দাদা তুমি বই আমার আর আপনার কে আছে বল? যাতে শুদ্ধ হই, তা কর্ত্তে হবে।

বে। ভায়া সে কথা আমাকে বলা তোমার বাহুল্য।——এস বিদ্যেবাগীশ। (বিদ্যাবাগীশের প্রবেশ।)

বি। ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। বৃষধ্বজ বাবু এ কি?

বৃ। পিতাঠাকুরের——

বি। আহা হা——(উপবেশন করিয়া নস্য গ্রহণ পূর্ব্বক) তবে এখন শ্রাদ্ধাদির উদ্যোগ কি রূপ হচ্ছে?

বে। দলস্থ সমুদয় গুলিই হবে। (বৃষধ্বজের প্রতি) কেমন আর সকল বাড়ীতে দ্বারস্থ হওয়া হয়েছিল ত?

বৃ। হাঁ, আমাদের দলের প্রায় সকল বাড়ীতেই যাওয়া হয়েছিল।

বে। তা বৈকি? তুমি আর কি ওদলের পাজি বেটাদের বাড়ীতে যাবে?

(মহেশ্বর ও গদাধরের প্রবেশ।)

বি। আস্‌তাজ্ঞে হোক্——গদাধর বাবু কি মনে করে?

গ। খুড়োমশায়ের পীড়া হয়েছিল, একদিন আস্‌তে

পারিনি——আজ একবার দেখ্‌তে এলুম্।

(গদা ও মহেশের উপবেশন।)

ম। খুড়োমশার এখন ব্যারামটা তবে বেশ সেরেচে?

বে। হাঁ বাপু এ কদিন ত এক্‌টু আছি ভাল। কিন্তু বাপু নাহক্‌ অনেক গুলো টাকা খরচ হয়ে গেচে।

বি। তা বটেই ত, "যদি কশ্চিৎ বরেদোষঃ কিং ধনেন কুলেন বা" যদি শরীরেই ব্যারাম রইলো, তবে ধনেই বা কায কি, আর কুলেইবা কায কি?

বৃ। হাঁ, আর লোকে কথায় বলে "আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম।"

ম। আমি ও ব্যারামের জন্যে আপনাকে দেখ্‌তে আস্‌বার সাবকাশ পাইনি।

বি। আপনার কি পীড়া?

ম। এই কেমন কাণ ভোঁ ভোঁ করে, গা ভারি——

বি। ঠিক্, ঠিক,—আমি নিদানে পড়েছি,—"ভোঁ ভোঁ বৃক্ষা পর্ব্বতস্থা বহু কুসুমযুতা বায়ুনা ঘূর্ণমানা।" কাণ ভোঁ ভোঁ করে, শরীর পর্ব্বতের ন্যায় ভারি বোধ হয়, আর বায়ু, পিত্তি, কফ এই তিন ধাৎ মানুষের শরীরে আছে, তারির মধ্যে বায়েতে মাতা ঘোরে।

গ। বিদ্যেবাগীশ মশায়ের ত দেখ্‌তে পাই সকল শাস্ত্রই জানা আছে।

বি। বাপু তবে মজা শোন—জ্ঞানানন্দ চক্রবর্ত্তীর মাতৃ-শ্রাদ্ধ মহাসমারোহ—এলাহি কাণ্ড কারখানা। কে-

বল "দীয়তাং ভুজ্যতাং" শব্দ। বিশ মন ময়দা ভাজা হয়েচে, তদুপযুক্ত মিষ্টান্ন। অধ্যাপকদের জন্যে ছানা, চিনি, ক্ষীর, দধি, প্রচুর আম্র, অতি উত্তম মোণ্ডার আয়োজন হয়েচে। এ সওয়ায় নীচ লোক-দের জন্যে ত্রিশ চাল্লিশ ডোল্ চিড়ে মুড়্কি আর বিশ ত্রিশ মোন সন্দেশ। সভায় বসে নাদাপেটা ভশ্চা-জ্জিরা তর্ক কচ্চে। শর্ম্মা ত দীর্ঘ ফোঁটা কেটে উপ-স্থিত। এক জন হাঁদা রকম ভশ্চাজ্জি যাকে তাকে প্রস্তঁ কচ্চে। আর মুহুর্মুহু তামাক, শর্ম্মার পোহা-বারো।

বে। ওরে ভোলা—বেটা বাবুদের তামাক দেবে কে রে শালা?

ম। তার পর?

বি। প্রস্তঁ কর্ব্বি ত কর ন্যায়ভূষণ দাদাকে। ন্যায়ভূষণ দাদা তো বেগতিক দেকে প্রেস্তাব কর্ত্তে সল্লেন।

গ। কোন্ ন্যায়ভূষণ?

বৃ। ঐ কেল্‌লার। তিনি বিদ্যাবিষয়ে মা ভগবতী। তাঁকে প্রস্তঁ? তার কোন গুণে ঘাট নেই!

গ। কেল্‌লা কি? গাঁজার আড্ডা বটে? তা স্থানটা দ্বিতীয় বাগ্‌বাজার হয়ে উঠ্‌লো দেক্‌তে পাই।

বি। ন্যায়ভূষণ মশায়ের শ্লেষা করা বড় অন্যায়।

বে। ছোড় দাও বাজে কথা। তার পর?

বি। আমি দেকি গ্রামের অপমান হয়। কি করি, এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস্ কল্লুম্ "প্রস্তঁটা কি?" তিনি

বল্লেন্ ঘটের সমবায়ের আর অসমবায়ের কারণ কি? আমি বল্লুম এত প্রশ্নই হয় নি। ঘট অ-চেতন পদার্থ। তার কি নাড়ী আছে যে বাইয়ের কম বেশ হবে? এই উত্তর কর্ত্তেই চারি দিক্ থেকে ধন্য ধন্য রব উট্‌লো। পেটমোটা ভশ্চাজ্জি তো লজ্জায় অধোবদন।

(ভোলার তামাক প্রদান ও প্রস্থান।)

বৃ। ভাগ্যিশ্ বিদ্যেবাগীশ খুড়ো ছিলেন্ তাই গ্রামের মান বেঁচে গেচে। আর গ্রামেই বা লোক কে? সব ব্যাটা তো জোচ্চোর!

বে। সে দিন দেখ, গোবর্দ্ধন্ পব্লিক লাইব্রেরি বলে ক-তক টাকা ফাঁকি দিলে।

বি। সে কি? নাচ্ না থিয়েটরি?

বৃ। তা হলে ত জান্তুম্ একটা কাজ্ হলো।—সে কি জান, এক যায়গায় কতকগুলো কেতাব থাক্‌বে, আর যার খুসি গিয়ে পড়্‌তে পার্‌বে।

বি। আহা বড় কাজ্ই কল্লেন্!

ম। (তামাক খাইয়া) হুঁকোতে যে কিছু নেই।

বে। আরে বেটা ভোলা এ দিকে আয় ত। (ভোলার প্রবেশ) হারামজাদা বেটা শালা সব তামাক পথে খেয়েছিস্, ইচ্ছে হচ্চে বেটার কাণ কেটে দি। এই নে যা বেটা, দেখিস্ সকলের যেন ভাল রকম হয়। মশায় গত মাসে সাড়ে তিন পয়সা বাজে খরচ করি-য়েচে। (ভোলার প্রস্থান)

গ। খুড়ো মশায়, আমরা আসি। একটু বিশেষ কাজ আছে।

বে। এস বাপু। (উভয়ের প্রস্থান।)

বি। মহেশ্বর লোকটা খুব সাত্ত্বিক।

বৃ। ঐ যা ছাপায় হরপে। " হরিনামে সম্বন্ধ নেই, মালায় ঠক্ ঠক "।

বে। না হে না, ও লোক ভাল। আমার কথায় গণেশের ছেলের ভাতের এক চুব্ড়ি নাড়ু ফিরিয়ে দিলে। আর যেখানে রেখেছেলো সেখানটায় গোবর দে-ওয়ালে।

বি। তবে ওর দলাদলিতে অাঁট আছে?

বে। বিলক্ষণ আছে।

বি। কিন্তু গদাধরটা বিষম স্ত্রৈণ।

বৃ। ও অপবাদটা আমাকে কেউ দিতে পার্ব্বে না।

বে। না, ভায়ার পিটে হপ্তায় হপ্তায় দু চার ঘা খ্যাংরার দাগ যা দেখ্তে পাওয়া যায়।

বি। বটে?—তবে গাত্রোত্থান কর।

বৃ। আজ্ঞা। দাদা তবে বিকেলা যাবেন, উজ্জুগ সুজ্জুগ আপনি গেলে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

বে। যাই আমি ও। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কবর-স্থান।

গোপীমোহন উপবিষ্ট।

গো। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া, স্বগতঃ) কই, এখন ওত কেউ এলো না দেক্‌চি। এরা সব গেলো কোথায়? কারখানায় ত দেক্‌তে পেলেম না। আহা! কি ফুর্‌ফুরে হাওয়া এসে গাটা ঠাণ্ডা করে দিলে গা! কি রমনীয় স্থানটী! একে বিকেল ব্যালা, রোদ পড়ে গিয়েচে। তায় আবার ফুলের গন্ধ ভুর ভুর কচ্চে। তা হলে হবে কি, যে ফচ্‌কে ছেলে গুলো আস্‌তে আরম্ভ করেচে, তা তাদের জ্বালায় এমন যায়গায় দু দণ্ড মন খুলে আ-য়েস কর্‌বার যো নেই। যাই হোক, এখানে কত মজা হয়ে গেচে! (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) যাই হোক বেষা বেটা কি বাড়ানটাই বাড়িয়েচে। বেটার এই এক বিশেষ মায়া, যার সর্ব্বনাশ কর্‌বে তার বি-পদে বুক দিয়ে, গেঁটের টাকা দিয়ে পর্য্যন্ত উপকার করে, শেষে কুড়ূলের ঘা মারে। বেটা এখন ফুল বাবু হয়ে দাঁড়িয়েচে। আর হবে না কেন? লোকের দেদার সর্ব্বনাশ আরম্ভ করেচে। মকদ্দমা মকদ্দমা বই আর কথা নাই!—গোটাকতক বদমায়েস্‌ লোক অধীনে আছে, তাদের দিয়েই মকদ্দমা পেশ আর ডিক্রী।—শ্লিপার ভিন্ন পায়ে দেন না। বেটা

সে দিন দরজিকে ফরমাস্ দিচ্চেন কি না—ডবলস্প্রিং জামা। দরজি সাহেবের বাড়ী কাজ করে—কিন্তু তার বাপের জন্মে ডবল্‌স্প্রিং জামা শোনেনি—শুনেই অবাক্। দর্জি বল্যে ডবলক্যাপ। আবার বেটা এমনি চোঁটকাটা—বল্লেন কি না আমাদের বাখরগঞ্জে ডবলস্প্রিং জামা পাওয়া যায়, তুই বেটা কিছু জানিস্‌নে, বলেই বিদায় করে দিলে। যা হোক এইবার টেরটী পেয়েছেন। (অন্তরে দেখিয়া) কে ও গান করে কে? এই যে হরিনাথ আস্‌চে। তবু বাঁচা গেল, দুটো কথা কয়ে হাঁপ ছাড়া যাবে।

(হরিনাথের গাইতে গাইতে আগমন ও গোপীকে দেখিয়া)

হ। আরে কেহে—গোপী যে, খবর কি? একলা বসে যে?

গো। আর বাবা, একলা নয়ত দোকলা পাব কোথায়?

হ। কেন? আমাদের কোন্ ডাকলে?

গো। বলি, হাতে ও কেতাব খানা কি?

হ। ও এক খানা নাটক।

গো। না টক, না মিষ্টি।—নামটা কি?

হ। "সুধা না গরল?"

গো। জ্ঞানধন ভায়ার লেখা?—হুঁঃ—

"বঙ্কিমের মত নাই কলমের জোর।
নভেল হলো না লেখা এ রাতিত ভোর॥
অই দেখ দীনবন্ধু! তোমায় দেখিয়া।

নাটক লিখিতে যান কত কত মিয়া ॥
লেখনী সিঁদের কাটি ডান হাতে করি।
বই না বাহির হতে হয় ধরাধরি ॥”

—ওহে আর একটা কথা শুনেচ ?

হ। কি হে ?

গো। বেষা বেটা ত বাপের শ্রাদ্ধ কল্লে, কাচা গলায় দিলে, দলাদলির ঘোঁট লাগালে। তার পর সব চুকে গেল। শেষে দিন কতক পরে, তার বাপ হুঁড়তে ফুঁড়তে এসে উপস্থিত। বেষা দেখেই ভেবা গঙ্গারাম।

হ। তার পর ?

গো। তার পর মাথা আর মুণ্ডু। বাপ ব্যাটাকে তো গালা-গাল দিতে লাগ্‌ল। বেষা না রাম না গঙ্গা। চুপে চুপে বাপ্‌কে দেশে পাটিয়ে দিলে। কিন্তু বাবা দেশে এক ঘরে করেচে।

ক। আচ্ছা, এটা ঘটালে কে বল দেকি ?

গো। এ ভুণ্ডুলের কাজ। কেননা সে এক দিন কথায় কথায় প্রকাশ কর্‌লে।

হ। যাহোক খুন্‌ জব্দ হয়েচে ?

গো। হাঁ তা আর বল্‌তে ?

হ। এখন্‌ তার মকর্দ্দমার খবর কি বল দেখি ?

গো। খরব চুড়ন্ত! দুইজনকেই শেসনে ঠেলেচে। বেষা ব্যারিষ্টার দিয়েচে। কিন্তু বাবা কুঁদের মুকে বাঁক থাক্‌বে না। ব্যারিষ্টারের প্লীডিং আশ্বিনের

সাইক্লোনে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ হবে। কোথায় যে উড়ে যাবে তার অস্থি সন্ধি পাওয়া যাবে না।

হ। এই বারে তবে বাছাধন টের পেয়েচেন্?

গো। টের পাওয়া বল্‌চ কি? চিত্রগুপ্ত উঁদিকে খাতার পাতা ওল্‌টাতে আরম্ভ করেচেন্।

হ। এমন্ গতিক্?

গো। তা আর হবে না? ব্যাপারটী যে ভয়ানক!

হ। মকর্দ্দমার দিন হয়েচে কবে?

গো। কাল্। তুমি দেক্‌তে যাও যদি, তো খেয়ে দেয়ে আমাদের বাড়ী এসো। একত্রে যাওয়া যাবে।

হ। হাঁ দেক্‌তে যেতে হবে বৈকি। চল এখন্ যাওয়া যাক্, সন্ধে হয়ে এলো।

গো। চল। আমাকে আবার কন্সার্টে যেতে হবে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

A COURT OF JUSTICE.

Enter the Judge, 5 jurors, Pleaders, Inspectors, বৃষধ্বজ, রঘুরাম and others.

Judge.—Gentlemen! What do you think of the second prisoner? I wish to know your opinion.

Jurors.—From the evidence of the Inspector and

other witnesses on the side of the prosecutors, it appears that the defendant বৃষধ্বজ ব্যানরজী is *guilty.*

Judge.—Certainly so.—The jurors declare the prisoner বৃষধ্বজ ব্যানরজী is guilty of the crime on which he is arrainged. I fully concur in the propriety of the verdict. The evidence of the guilt of the prisoner is, in my opinion, as clear and conclusive as it can be. There is nothing to be urged in the extenuation, why he should not suffer the extreme penalty of law. And I accordingly recommend, that sentence of death be passed on the second prisoner বৃষধ্বজ ব্যানরজী also.—Inspector, I commit him to your charge.

Ins. I obey my lord (take them by hand.)

বৃ। (হাত যোড় করিয়া জজের প্রতি) খোদাবন্দ, আমি ত মরেছি। যাঁরা এখানে দাঁড়িয়ে বসে আছেন, যদি হুকুম দেন তো তাঁদের গোটা কতক কথা বলি।

Judge.—What does the prisoner say? (to the Pleader.)

Pleader.—My lord! He craves the permission of your lordship for speaking a few words to the persons assembled here.

Judge.—Inspector, wait for a moment; let the prisoner say what he wishes.

Inspector.—I obey my lord.—speak you prisoner.

উকীল। কি বক্তব্য আছে বল।

বৃ। মহাশয়েরা আমারে কেউ নিরপরাধী মনে কর্ব্বেন্ না আমি যথার্থই দোষী, আমি যথার্থই পাপী। ফাঁসি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত মাত্র। কিন্তু আমি যে সকল পাপ করেচি, তাতে এই একটী শাষা সমূহ প্রায়শ্চিত্ত নয়। এর চেয়ে বেশি যদিকোন শাস্তি প্রচলিত থাকৃত, যদি তুষানল হত, তবে আমার পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হতে পারৃত। আমি কুলীন বংশে জন্ম গ্রহণ করে, কুলীন নামের অপমান করেচি। আমি পবিত্র কুলের কুলাঙ্গার। আমি ছলে, বলে, কৌশলে, শত শত অবলার সতীত্ব কলঙ্কিত করেচি; আমার কুপরামর্শে শত শত ভদ্র সন্তান সর্ব্বস্বান্ত হয়েচে; জালিয়াতিতে শত শত লোকের বিষয় লুটে নিয়েচি; মদ খেতে শিকিয়ে শত শত বংশ উচ্ছন্ন দিয়েচি। আমার মত পাপী বোধ হয় এ জগতে আর কেউ নাই। আমি অর্থের নিমিত্ত নিরাশ্রয় গোঁসাই মোহন্তের নিকট হইতে ও নিপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি; আমি অর্থের জন্যে ব্রাহ্মণকে পদাঘাত ও মুর্দ্দাফরাসের পূজা করিয়াচি; গরিব ব্রাহ্মণের অন্নের সংস্থান ব্রহ্মোত্তর বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বেশ্যাকে দান করিয়াচি। আমি জন্মাবচ্ছিন্নে

এমন কোন সৎকার্য্য করি নাই, এক্ষণে যাহা স্মরণ করিয়া মনকে কতক প্রবোধ দিতে পারি। ইহকালে ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া যবনের হস্তে অপমৃত্যু হইল, কিন্তু পরজন্মে আমার জন্য কি শাস্তি বিদ্যমান রয়েচে তাহা মনে করিয়া আমার হৃৎকম্প হই-তেচে। মহাশয়েরা, যাঁহারা এখানে উপস্থিত আ-ছেন, তাঁদের কাচে গলায় কাপড় দে যোড় হাত করে বল্‌চি "যে যদি আপনাদের মধ্যে কোন লোকের কোন দোষ থাকে আমার উদাহরণ দেখে সাবধান হন। পাপ কর্ম্ম আর কর্ব্বেন্ না। মহাশয়েরা, ধর্ম্মের দোরে আগড় থাকে না; দশ দিন চোরের এক দিন সে-ধের। আমি সব দোষে খালাস পেয়ে, শেষে খুন করে প্রাণ হারালেম্। এরিরই নাম—"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।"

সমাপ্ত।

এই প্রহসন খানি কলিকাতা বাঁডুয্যে ব্রাদার্য কোম্পানী দোকানে, সংস্কৃত পুস্তকালয়ে, ভবানীপুর পুস্তকালয়ে কালীঘাট শীকদার পাড়া রোড ১৩ সংখ্যক ভবনে বিশ্বদূ কার্য্যালয়ে লোক পাঠাইলে বা মাসুল সহিত মূল্য পাঠ্ ইলেই অবিলম্বে প্রাপ্ত হইবেন।

পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগের অর্থ পুস্তক।

ধাতু, অর্থ, ভাবার্থ, ব্যাখ্যা, সমাস, কৃদণ্ড, তদ্ধি প্রত্যয়াদি সম্বলিত উক্ত পুস্তক কালীঘাট বিশ্বদূত কার্য্যাল ও ভবানীপুর মিসনরি বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল তিন আনা মাত্র।